দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... MAR 09 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নকলের হাট ঠাকুরগাঁয়ে

ঠাকুরগাঁও থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এসএসসি পরীক্ষার শুরু থেকেই ঠাকুরগাঁও জেলার অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রে চলছে অবাধ নকল। চলছে নানা অনিয়ম ও বিশৃংখলা। জেলার বেশকিছু পরীক্ষা কেন্দ্র এখন নকলের হাটে পরিণত হয়েছে। এসব পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে হাজার হাজার নকল সরবরাহকারী নকলের দোকান খুলে বসেছে।

নকল ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

নকল ঃ পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে একাধিক ভেন্যু। এসব ভেন্যু তদারকির জন্য নেই পর্যাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ। যার জন্য ভুয়া পরীক্ষার্থীর ছড়াছড়ি। ইংরেজির দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষার সময় পীরগঞ্জ পরীক্ষা কেন্দ্রে অর্জুন রায় নামে এক ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়লে পীরগঞ্জ থানা পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। ফলে পীরগঞ্জ কেন্দ্রে নকলের উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। এই কেন্দ্রে কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে নকল সরবরাহের অভিযোগ থাকলেও কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

ঠাকুরগাঁও সদরের বালিকা বিদ্যালয় ভেন্যুতে বিশেষ ব্যক্তিদের সন্তানরা পরীক্ষা দিচ্ছে। এখানে নকল চলছে নানা কৌশলে। অনেক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক হলের ভেতর পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বসে থাকে। এই ভেন্যুটি আকস্মিকভাবে পরীক্ষার শুরু হওয়ার ১২ ঘণ্টা আগে স্থাপন করা হয়েছে।

গাজিপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জাতীয় সংসদের হুইপ ও পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ কমিটির চেয়ারম্যান উপাধ্যক্ষ মোঃ আবদুস শহীদের নেতৃত্বে একটি টিম বুধবার সকালে গাজিপুর সদরের কয়েকটি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। 'সংবাদ'সহ কয়েকটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গাজিপুরের কতিপয় পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক হারে নকল হচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর নকল প্রতিরোধ কমিটির এ টিমটি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন। পরিদর্শন করা কেন্দ্রগুলো হচ্ছে টঙ্গী, চান্দনা, সালনা ও ভাওয়াল মির্জাপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্র। পরিদর্শনকালে স্থানীয় সংসদ সদস্য মোঃ আহসানউল্যাহসহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ থানার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নকলবাজ পরীক্ষার্থীদের কাছে আতঙ্ক হিসেবে দেখা দিয়েছে। নকল ধরতে বিশেষভাবে পারদর্শী ওই ম্যাজিস্ট্রেট যাতে কোন কেন্দ্রে যেতে না পারেন তার জন্য পরীক্ষা শুরুর আগ থেকেই তদবির শুরু হয়ে যায়। কারণ তিনি শুধু ছাত্রছাত্রীদের নকল ধরে বা বহিষ্কারের ব্যবস্থা নিয়েই ক্ষান্ত থাকেন না, অসদুপায় অবলম্বনে সহযোগিতার কারণে শিক্ষকদেরও বহিষ্কার করেন।

এবারের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় মোঃ ইমামউদ্দিন কবির মোট ১শ ২৬ জন পরীক্ষার্থী ও ৬জন শিক্ষককে বহিষ্কার করেছেন।

জেলার মাদ্রাসা পরীক্ষায় বোরখা পরে হাজার হাজার ছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। নকলের সুবিধার জন্যই বোরখা পরে তারা হলে যাচ্ছে।